গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
এপিএ শাখা

বিষয় ঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরীবিক্ষন কাঠামোর ২.১ মোতাবেক অংশীজনের অংশগ্রহনে সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	আবুল হাসনাত মো: জিয়াউল হক, অতিরিক্ত সচিব
তারিখ	:	২৩/০৯/২০১৮ ইং
সময়	:	সকাল ১০.০০ টা।
সভার স্থান	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিতি পরিশিষ্ট-'ক'-তে।

জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক অদ্যকার সভার সভাপতি ও সিনিয়র সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সরকারী জরুরী কাজে বাহিরে থাকায় তার পরিবর্তে এ বিভাগের অতি: সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব আবুল হাসনাত মো: জিয়াউল হক সভার সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠন) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরীবিক্ষণ কাঠামোর প্রতিটি ক্রমিক অনুসারে আলোচনা করেন। তিনি জানান কর্মপরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবায়ন হবে সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনয়নের বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকারি কাজকর্মে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রচলিত ধ্যান-ধারনা পরিবর্তন করে জনসেবামুখী করার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সভাপতি জানান যে, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রয়োজন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অনুসরন করা দরকার। তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত সকল ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে জনকল্যানে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান।

অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান) জানান যে, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য কর্মকর্তা ও বিকল্প তথ্য কর্মকর্তার এবং আপীল কর্মকর্তার নাম হালনাগাদ করতে হবে। সে প্রেক্ষিতে প্রশাসন-১ এর উপ-সচিব জানান যে, তথ্য কর্মকর্তা ও বিকল্প তথ্য কর্মকর্তার নাম হালনাগাদ পূর্বক ওয়েব সাইডে আনলোড করা হয়েছে।

সভাপতি ই-ফাইলিং এর ১০০% হচ্ছে কিনা তা সিস্টেম এনালিস্টের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান যে, সে সমস্ত ডাক দপ্তর/সংস্থা হতে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে আসে যে সমস্ত ডাক ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়। কিন্তু এর সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। সভাপতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে ই-ফাইলিং ১০০% করার অনুরোধ জানান।

অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান) জনাব মো: আফজাল হোসেন বৎসরের প্রতি কোয়ার্টারে অন্তত: ১টি ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে সভা আহবান করার জন্য উপ-সচিব (প্র:) কে অনুরোধ করেন। বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়নের বিষয়ে জানতে চাইলে সহকারী প্রোগ্রামার জানান যে, বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন পূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব

(প্রতিষ্ঠান) আরো উল্লেখ করেন যে, এ বিভাগের বার্ষিক শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের সময়সীমা নির্ধারিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বন্টনের বিষয়টিও সেখানে উল্লেখ আছে। কাজেই নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে তার নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা জরুরী। অন্যথায়, শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এতে এ বিভাগের সামগ্রিক Performence অর্জন নাও হতে পারে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যে তার কার্যক্রম সম্পন্ন করার অনুরোধ জানান। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উক্ত শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার কপি প্রেরণ করা হবে বলে জানান।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :-

১) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুসরনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

২) প্রত্যেক শাখা প্রধানকে শাখা পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৩) বৎসরের প্রতি কোয়ার্টারে অন্তত: ১টি করে ভিডিও কনফারেন্স-এর আয়োজন করতে হবে।

৪) ই-টেন্ডার কার্যক্রম চালু করতে হবে।

৫) সরকারি কর্মপ্রক্রিয়ায় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সচিবালয় নির্দেশমালা এবং সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯ যথাযথ অনুসরন করতে হবে।

৬) ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত বিভিন্ন সূচক মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা সমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূরনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনার্থে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় কপি অচিরেই প্রেরণ করা হবে।

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০১/১০/২০১৮

(আবুল হাসনাত মো: জিয়াউল হক)
অতিরিক্ত সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ।